স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

শিক্ষাবর্ষান্ত পরীক্ষা — ২০০৬ পার্ট -১

বাংলা

তৃতীয় পত্র

সময় ঃ চার ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ১০০

(মানের গুরুত্ব ঃ ৮০%)

পরিমিত ও যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে। অশুদ্ধ বানান, অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে নম্বর কেটে নেওয়া হবে। উপান্তে প্রশ্নের মূল্যমান সূচিত আছে।

১। যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১৮×২=৩৬

(ক) 'সাধ্য' কাকে বলে? 'সাধনতত্ত্ব'-ই বা কী? কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে ওই দুই তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করুন।

(খ) সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' ধর্মনিরপেক্ষ একটি রোমান্স-প্রেমের কাব্য — এই মন্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যান্তর্গত অংশটুকু অবলম্বনে কবির কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় দিন।

(গ) 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' — কাব্য-সূচনায় মধুসূদনের এই প্রতিশ্রুতি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ কতটা রক্ষিত হয়েছে তা প্রথম সর্গ অবলম্বনে বিচার করুন।

(ঘ) বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' কবিতাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমাজমনস্ক কবিতা হিসাবে রচনাটির মূল্যায়ন করুন।

২। যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১২×৩=৩৬

(ক) চর্যাপদগুলি ধর্মগীতি হিসাবে লিখিত হলেও পুরোপুরি সাহিত্যগুণবর্জিত নয় — পাঠ্য পদগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(খ) অভিসারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এই পদপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

(গ) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল রচনার সময়কাল উল্লেখ করে ওই ধারার কবিদের মধ্যে তাঁর কাব্যটির বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" কাব্যের 'জীবন দেবতা' কবিতার জীবনদেবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করুন।

(ঙ) 'কালাপাহাড়' কবিতায় কবি মোহিতলালের যে বিদ্রোহী মনোভাবটি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

(চ) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের '**শাশ্বতী**' কবিতায় বিগত প্রেমের স্মৃতি কতটা মূর্ত — আলোচনা করুন।

৩। যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ৭×৪=২৮

(ক) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখুন —

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদিস।।
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরী।।

(খ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখুন —

কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছুপর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজর কি আগি।।

(গ) প্রদত্ত পঙক্তিগুলির ভাষায় ব্যক্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন —

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।

(ঘ) তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন —

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিছে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

(ঙ) কবির অনুসরণে বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন —

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না —
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

(চ) কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন —

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার চাঁদের চাকা
যোজনের পর হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারই চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার ; .....)
তবু চলে এসো; মোর হাতে হাত দাও তোমার —
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।

(ছ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করুন —

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা —
মেলাবেন।